بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ মে, ২০২১ মোতাবেক ১৪ হিজরত, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একজন মৌলভী সাহেব বলেছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্র চলমান যুদ্ধ-বিগ্রহ ও নৈরাজ্যের জন্য কাদিয়ানীরা দায়ী; বরং ফিলিস্তিনে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দায়ভারও তিনি কাদিয়ানীদের তথা আহমদীদের ওপর চাপাচ্ছিলেন। এরপর তাদের রীতি অনুসারে, যা তারা সচরাচর বলে থাকে যে, আহমদীদের সাথে হেন করা তেন করা, আর তাদেরকে হত্যা করা, তাদেরকে প্রহার করা সবকিছুই বৈধ। যাহোক, এটি হলো তাদের রীতি আর এগুলো হলো তাদের বক্তব্য। যারা **'আইম্মাতুল কুফর'** (অর্থাৎ অস্বীকারের হোতা বা অস্বীকারকারীদের নেতা) বলে আখ্যায়িত, আহমদীয়াতের সূচনা থেকেই তারা এসব কথা বলে আসছে। আমরা খোদার প্রতি লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা জানাই যে, আমরা সেই মসীহ্ ও মাহদীর অনুসারী– যিনি আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তাদের এসব অপলাপ শুনে বা মর্মযাতনামূলক কথাবার্তা শুনে, আর শুধু তা-ই নয়, বরং তাদের ব্যবহারিক অপচেষ্টা দেখে ও সেগুলোর মুখোমুখি হয়ে তোমরা দোয়া ও ধৈর্য প্রদর্শন করবে। তারা **'আইম্মাতুল কুফর'** যারা আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে অপপ্রচার করে নিরীহ মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। সাধারণ জনগণ হয়ত জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মনে করে যে, আহমদীরা হয়ত বাস্তবেই মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করছে, নাঊযুবিল্লাহ্; তাই অবশ্যই তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করা উচিত, মৌলভীরা যা বলে তা সত্য বলে। এটি হলো, সাধারণ মুসলমানদের অবস্থা। কিন্তু যারা জ্ঞানী মৌলভী আর সত্যিকার অর্থেই জানে যে, তারা যা কিছু বলে এর কোন বস্তুনিষ্ঠ ভিত্তি নেই আর তারা শুধুমাত্র নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে, যাতে তাদের গদি ঠিক থাকে আর তাদেরকে যেন কেউ তাদের পদ থেকে অপসারণ না করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে কী ব্যবহার করবেন তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন। যেমনটি আমি বলেছি, আমাদের কাজ হলো, দোয়া করা। ঈদের খুতবায়ও যেমনটি আমি বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, **'শত্রুর জন্যও দোয়া কর'**। আমরা তো প্রার্থনাকারী আর প্রার্থনা করি এবং করতে থাকব। এই বিরোধিতা কোন নতুন বিষয় নয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকেই এর সূচনা হয়েছে। তাঁর ওপরও আক্রমণ করা হতো। তাঁর কথা শোনার জন্য আগতদের ওপরও আক্রমণ করা হতো। যারা শুধু শুনার জন্য জলসায় আসে, অর্থাৎ এ মানসে আসে যে, দেখি কি বলে; তারা গ্রহণও করবে- তা আবশ্যক নয়। কিন্তু মৌলভীদের ভয় হতো যে, মির্যা সাহেবের বা মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা শুনলে এরা বয়আত করে ফেলবে। তারা (অর্থাৎ মৌলভীরা) জানত যে, সত্য তাঁরই সাথে আছে, তাই (মানুষকে তাঁর কাছে) যেতে বাধা দিত, তাদের ওপর আক্রমণ করত। অর্থাৎ শুধুই বাধাই দিত না বরং আক্রমণও করত। কিন্তু যারা বাধা প্রদান করত আর এভাবে কঠোর আচরণ করত, এত কিছুর পরও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের জন্য দোয়াই করেছেন। এটি দোয়ারই ফলাফল যে, তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ এমনও আছেন যারা বিরোধিতা সত্ত্বেও জামা'তভুক্ত হয়েছেন আর এখনও হচ্ছেন। কাজেই, মৌলভীদের এসব অপলাপ সত্ত্বেও আমরা কোন বাজে কথা বলা বা তাদের মতো কদর্য ভাষা ব্যবহার করতে পারি না। এতদসত্ত্বেও আমরা দোয়া-ই করতে থাকব আর যেমনটি

আমরা সবসময় দেখেছি, তাদের মধ্য হতেই এমন লোক সামনে আসে যারা (মসীহ্ মওউদকে) ভালোবাসে আর ভবিষ্যতেও এমনলোক সামনে আসতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। তাদের কটুবাক্য শোনার পরও আমরা তাদের সাধারণ জনতা এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য দোয়া করে থাকি। তাদের দুঃখ-কষ্টে আমরা ব্যথিত হই, আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা-ই এর কারণ। আর আল্লাহ্ তা'লাও তাঁকে এই নির্দেশই দিয়েছেন যে, তাদের এসব অন্যায় ভুল বুঝা-বুঝি ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার কারণেই, যার দাবি তারা করে। আমল করুক বা না করুক, (ভালোবাসার) দাবি তারা অবশ্যই করে থাকে। তাই তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করবে না। এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনার উল্লেখ করে বলেন, আমি বালক ছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লাহোরে একটি নিমন্ত্রণ থেকে ফিরে আসছিলেন। তিনি যখন বাজার অতিক্রম করছিলেন তখন মানুষ (বাড়ির) ছাদে দাঁড়িয়ে তাঁকে গালিগালাজ করছিল আর বলছিল, **'মির্যা পালিয়ে গেছে, মির্যা পালিয়ে গেছে'**। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, (পুরো ঘটনা) আমার মনে পড়ছে না- সম্ভবত কোন জলসায় বক্তৃতার সময় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তাই (তিনি) সেখান থেকে ফিরে আসছিলেন। যাহোক তিনি বলেন, এরই মাঝে আমি দেখি একজন বৃদ্ধ যার এক হাত কাটা ছিল, আর তাজা হলদি লাগানো ছিল, মনে হচ্ছিল হাত কাটার কয়েক দিনই মাত্র অতিবাহিত হয়ে থাকবে। আমি দেখি যে, সেই বৃদ্ধও তার ভালো হাতটি কাটা হাতের ওপর চাপড়াচ্ছিল আর পাঞ্জাবী ভাষায় বলছিল, **'মির্যা নঠ গেয়া, মির্যা নঠ গেয়া'** (অর্থাৎ, মির্যা ভেগে যাচ্ছে, মির্যা ভেগে যাচ্ছে)। তিনি (রা.) বলেন, আমি সে সময় অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে বিস্মিত হতাম যে, এরা কেন বলছে, মির্যা পালাচ্ছে। এমন কী ঘটনা ঘটলো। আমি তো তেমন কিছু বুঝতে পারিনি। এর কারণ শুধুমাত্র বিরোধিতা ছিল অথবা মৌলভীরা মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, তারা যাচ্ছেতাই বলতো, বিষয় জানুক বা না জানুক, যা মুখে আসছিল তা-ই বলছিল।

অনুরূপভাবে {তিনি (রা.)} আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার লাহোর শহরের (কোন রাস্তা দিয়ে) যাচ্ছিলেন। তখন পেছন থেকে কেউ (তাঁর ওপর) আক্রমণ করে আর তিনি পড়ে যান। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, (তিনি) হোঁচট খান, কিন্তু পড়ে যান নি। একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা মানুষকে তাঁর ওপর পাথর ছুঁড়তেও দেখেছি। মোটকথা, সে সময় বিরোধিতা তুঙ্গে ছিল আর স্বভাবতই জামা'তের কোন কোন বন্ধুরও রাগ হতো যে, অকারণে এরা কেন এমন করছে? তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এলহাম হয়। যদিও এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে এই এলহাম অন্য কোন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায় নি। কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন যে, এটি এলহাম ছিল। যাহোক, এতে সন্দেহ নেই যে, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি পঙ্‌ক্তি। আর তা হলো,

اے دل تو نیز خاطرے ایناں نگاہ دار

کاخر کنند دعویٔ حب پیمبرم

(উচ্চারণ: 'এ্যায় দিল তু নিয খাতেরে ঈনাঁ নিগাহ্‌দার- কাখর কুনান্দ দাওয়ায়ে হুব্বে পয়াম্বারাম') অর্থাৎ, হে আমাদের প্রত্যাদিষ্ট! এসব মুসলমান, তোমাকে গালমন্দ করে, (যদি এটি এলহাম হয়ে থাকে তাহলে একথা আল্লাহ্ তা'লা বলছেন,) তুমি তাদের কিছু বলো না। এরা তোমাকে কেন গালমন্দ করে, কেন মারতে চায় আর তোমার ওপর কেন হামলা করে? এরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি (ভালোবাসার) কারণেই তোমাকে মারে ও গালি দেয়; তাই তাদের প্রতি খেয়াল রাখা একান্ত আবশ্যক। যে ভালোবাসার কারণে এরা মারছে, অর্থাৎ

যে কারণে (তোমাকে) মারছে তা হলো, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা, যিনি আল্লাহ্ তা'লার অনেক প্রিয়ভাজন। তাই ভুল বুঝার কারণে হোক বা যে কারণেই হোক না কেন, তুমি তাদের প্রতি খেয়াল রেখো, অভিশাপ দেবে না। মোটকথা, আমাদের যে বিরোধিতা হয় এর মূল কারণ কী– তা আমাদের (খতিয়ে) দেখা উচিত। এরা যারা আমাদের গালিগালাজ করে আর বলে যে, আমাদের 'চা' মদের চেয়েও নিকৃষ্ট। আর মদ পান করা বৈধ হতে পারে, কিন্তু আহমদীদের (বাড়িতে) চা পান করাও বৈধ নয়, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তারা যদি জানতে পারে যে, আমার হৃদয়ে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসার যে অনল জ্বলছে তা তাদের লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়েও নেই, তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ তোমাদের অর্থাৎ আহমদীদের পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তাদের বিরোধিতার কারণ হলো, তারা মনে করে আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বিরোধী। (তাদের) এই বিরোধিতা কিছু ভুল বোঝাবুঝির ফলাফল।

এই বিষয়টি উল্লেখ করার পর তিনি (রা.) এটিও বলেন যে, মানুষ যদি বিরোধিতা করে আর আমাকে বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অথবা তোমাদের গালমন্দ করে, তাহলে জামা'তের স্মরণ রাখা উচিত যে, তারা তোমাদেরই ভাই এবং কোন ভুল বুঝাবুঝির শিকার। অতএব তোমরা অসন্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে দোয়া কর আর এই বিরোধীদেরকে প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত কর। তোমরা যখন তাদেরকে প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে অবগত করবে তখন তারা জানতে পারবে যে, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর শত্রু নই বরং তাঁর সত্যিকার প্রেমিক। তখন সেসব লোক, যারা আমাদের মারতে উদ্যত, আমাদের জন্য মরতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে।

যাহোক, আমাদের বিরোধীদের জন্য আমাদের দোয়া করা উচিত। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের এটিই শিখিয়েছেন যে, দোয়া কর। তাদেরই মাঝ থেকে বিন্দু বিন্দু ভালোবাসা টপকে পড়ে আর তাদেরই মাঝ থেকে মানুষ ঈমান আনয়ন করবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব বলতেন যে, আমি 'চোবারা' অর্থাৎ ওপরের তলায় থাকতাম আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাড়ির নীচের তলায় থাকতেন। এক রাতে নীচের অংশ থেকে আমি এমন কান্নার শব্দ শুনতে পাই যেমনটি কোন নারী প্রসববেদনার সময় চিৎকার করে থাকে। আমি আশ্চর্য হই এবং কানপেতে সেই আওয়াজ শুনলে বুঝতে পারি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়া করছিলেন। আর তিনি বলছিলেন, হে খোদা! প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে, মানুষ এ কারণে মারা যাচ্ছে। হে খোদা! যদি এরা সবাই মারা যায় তাহলে তোমার ওপর কে ঈমান আনবে? এই ঘটনাটি অন্যত্রও উদ্বৃত হয়েছে, ঘটনা যদিও একই, কিন্তু সেখানে উদ্বৃতি হলো, তিনি পাশের কক্ষে ছিলেন আর দরজা দিয়ে আওয়াজ আসছিল। যাহোক ঘটনা এটিই বর্ণিত হয়েছে যা তিনি (এখানে) বর্ণনা করছেন। তিনি (আ.) দোয়া করছিলেন যে, এরা যদি মারা যায় তাহলে তোমার প্রতি কে ঈমান আনবে। এখন দেখুন! প্লেগ সেই নিদর্শন ছিল যার সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) দিয়েছিলেন। প্লেগের নিদর্শনের কথা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী থেকেও জানা যায়। কিন্তু যখন সেই প্লেগ এসেছে তখন সেই একই ব্যক্তি, যার সত্যতা প্রকাশের জন্য তা দেখা দেয়, খোদা তা'লার সামনে কাকুতিমিনতি করেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্! যদি তারা মারা যায় তাহলে তোমার প্রতি ঈমান কে আনবে। অতএব মু'মিনের জনসাধারণের জন্য বদদোয়া করা উচিত নয়, কেননা সে তাদেরকে রক্ষার জন্যই দণ্ডায়মান হয়। সাধারণ জনগণকে রক্ষা করাই এক

মু'মিনের কাজ। যদি সে তাদের অভিশাপ দেয় তাহলে রক্ষা করবে কাকে? তাহলে তো তারা সবাই মারা যাবে, যদি সেই দোয়া কবুল হয়ে যায়।

আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে ইসলামকে রক্ষা করার জন্য। আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য, মানুষের মাহাত্ম্য তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য। অতএব যাদেরকে উন্নত মানে পৌঁছানোর জন্য আমাদেরকে দাঁড় করানো হয়েছে, আমরা তাদের অভিশাপ কীভাবে দিতে পারি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তোমাদের চেয়ে খোদা তা'লা অধিক আত্মাভিমান রাখেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে খোদা তা'লা নিজ এলহামে বলেছেন,

اے دل تو نیز خاطرے ایناں نگاہ دار

کاخر کنند دعوئ حب پیمبرم

(উচ্চারণ: 'এ্যায় দিল তু নিয খাতেরে ঈনাঁ নিগাহ্দার- কাখর কুনান্দ দাওয়ায়ে হুব্বে পয়াম্বারাম') এতে খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়কে সম্বোধন করে তারই মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন। এটি সম্ভবত ভেরায় বক্তৃতা করার সময় তিনি বলেছিলেন। অন্য একটি ঘটনায় পুনরায় উক্ত পঙক্তি উল্লেখ করেন। পূর্বের ঘটনা ভিন্ন ছিল। সেটি লাহোরের (ঘটনা) ছিল আর এটি ভেরা'র। তিনি বলেন, খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হৃদয়কে সম্বোধন করে তার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন যে, হে আমার হৃদয়! তুমি তাদের ধ্যানধারণা ও আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখ, যেন তাদের হৃদয় কলুষিত না হয়। এমন যেন না হয় যে, তুমি বিরক্ত হয়ে অভিশাপ দেয়া আরম্ভ করবে। তারা আসলে তোমার রসূলকে ভালোবাসে, আর সেই ভালোবাসার কারণেই, তারা তোমাকে গালি দেয়। অর্থাৎ, তারা যে তোমাকে গালি দেয়, তার কারণ হলো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তারা ভালোবাসে। এটিই প্রকৃত বিষয়। আমরা জানি যে, আমাদের বিরোধীদের মধ্য থেকে একটি অংশ অন্যায্য বিরোধিতা করছে। কিন্তু একটি অংশ কেবল তাদের জালে ফেঁসে আছে। আর পাকিস্তানে বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অধিকাংশ মানুষই তাদের জালে ফেঁসে আছে। তাই তারা আমাদের বিরোধিতা করে। অর্থাৎ তাদের বিরোধিতার কারণ হলো আমাদের প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা। যখন তাদের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমরা মহানবী (সা.)-কে ভালোবাসি, তখন তারা বলবে, এরা মহানবী (সা.)-এর সম্মান প্রতিষ্ঠাকারী, তাই তাদের সাহায্য কর। সেই দিন অবশ্যই আসবে, ইনশাআল্লাহ্। ভুল বোঝাবুঝি কতদিন চলতে পারে! হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক ইংরেজ লেখক লিখেছেন যে, তুমি পুরো জগৎকে কয়েকদিনের জন্য প্রতারিত করতে পার বা তুমি কতিপয় লোককে স্থায়ীভাবে প্রতারিত করতে পার। অর্থাৎ পুরো পৃথিবীকে মাত্র কয়েক দিনের জন্য ধোকা দিতে পার, আর কিছু লোককে হয়ত স্থায়ীভাবে ধোকা দিতে পার; একান্ত সঠিক কথা। কিন্তু তুমি পুরো পৃথিবীকে স্থায়ীভাবে ধোকা দিতে পারবে না; আর এটিই সত্য। সত্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে সামনে চলে আসে। এখন আমরা এটিই দেখি যে, যারা মানুষের কারণে প্রতারিত হয়েছে, মানুষের কথায় কান দিয়েছে, অবশেষে তাদেরই মাঝ থেকে আহমদী হচ্ছে। আহমদীয়া জামা'তের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তা কোথা থেকে বৃদ্ধি পাচ্ছে? তাদেরই মাধ্যমে বৃদ্ধি পাচ্ছে যারা পূর্বে বিরোধীদের সাথে ছিল। অতএব এই বিরোধিতাও ইনশাআল্লাহ্ একদিন শেষ হয়ে যাবে। তাদেরই মধ্য থেকে মানুষ এসে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করবে। বহু লোক আমাকেও লিখে থাকে, আজকালও লিখে থাকে যে, বিরোধিতার পর যখন আমাদের বলা হয় যে, দোয়া কর বা বই-পুস্তক পাঠ কর, আমরা যখন তা করলাম তখন আমাদের কাছে বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এখন আমরা বয়আত করতে চাই এবং বয়আত করে জামা'তভুক্ত হচ্ছি। এমনটি সর্বদাই হয়ে আসছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এ সম্পর্কে লিখেছেন, অন্যান্য খলীফারাও লিখেছেন যে, বহু লোক এভাবে চিঠিপত্রে লিখত, আর আজও তা-ই হচ্ছে।

অতএব এই মৌলভীরা আমাদের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়ে, এর মাধ্যমে আজকাল আহমদীয়াতের বার্তা যতটা পৌঁছাচ্ছে, বিশেষ করে সেই শ্রেণীর কাছে, যাদের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে বার্তা পৌঁছানো কঠিন ছিল, (এভাবে তারা) আমাদেরই কাজ করছে আর এর ফলে আমাদেরই উপকার হচ্ছে। দোয়া তো আমরা তাদের জন্যও করি যে, তাদের মাঝে যদি সামান্যতম ভদ্রতাও থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দিন আর তারা যেন বুঝতে পারে। কিন্তু জনসাধারণের জন্য, সাধারণ মুসলমানদের জন্য বেশি দোয়া করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাদের থাবা থেকে মুক্ত করেন।

যাহোক তাদের বিরোধিতা আমাদেরই উপকার করছে। এমন সব স্থানে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে যাচ্ছে যেখানে পূর্বে পৌঁছত না, অথবা আমাদের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ নিজে থেকেই আমাদের সাথে যোগযোগও করে। অতএব আমাদের কাজ হলো দোয়া করা আর ধৈর্য ধারণ করা। এটিই সর্বোত্তম মাধ্যম, যা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমাদের সফল করবে। আমাদের কাজ হলো, এক মুসলমানের জন্য নিজ মন আর আবেগ-অনুভূতিকে পরিষ্কার রাখা, তাদের জন্য দোয়া করা, যেন আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের চোখ খুলেন আর তারা যুগ ইমামকে মানতে ও চিনতে পারে।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)